“আওয়ামীলীগ ১৫ বছরে বিএনপি নেতাকর্মীদের হত্যা, নির্যাতন মিথ্যা মামলা দিয়ে ধ্বংস করতে চেয়েছে”…. সাবেক এমপি আমজাদ

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন বলেছেন, আওয়ামীলীগ বিগত ১৫ বছর ক্ষমতায় থেকে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীদের হত্যা, নির্যাতন মামলা হামলা দিয়ে ধ্বংস করতে চেয়েছিলো। কিন্তু তারা সেটা পারেনি। আওয়ামী লীগ ২১ বছর পর ক্ষমতায় এসে বিরোধীদের দমন পিড়ন চালাচ্ছে। অথচ, বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান ৭১ স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে এদেশে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। সকলকে রাজনীতি করার অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিলো। বিএনপি হত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়, শান্তিতে বিশ্বাসি।

আজ বিকালে বিএনপির গাংনী উপজেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত “বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা এবং ফ্যাসিবাদ পতন ও ভোটের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে কারা নির্যাতিত সহযোদ্ধাদের সম্মানে দোয়া ও ইফতার মাহফিলের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের গাংনী উপজেলা শাখা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মাহাবুব আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন আরো বলেন, এই সৈরাচারী ফ্যাসিবাদ সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরাতে বিএনপি নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই-সংগ্রাম করতে হবে। সকল অন্যায়কে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সমাজ ও দেশে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

তিনি বিএনপি নেতাকর্মীদের উদ্দ্যেশে আরো বলেন, বিএনপি করবেন অথচ নৌকায় ভোট দিতে যাবেন, এটা সহ্য করা হবেনা। যারা ভোট দিতে যাবেন তাদের চিহ্নিত করে রাখা হবে।

প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের

কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মোমিনুর রহমন। তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়া একজন আপোষহীন নেত্রী। ওয়ান ইলেভেনের সময় খালেদা জিয়াকে বলেছিলেন আপনি যে দেশে যেতে চান যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। আপোষহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সেদিন তাদের কথা শুনে যাননি। তিনি বলেছিলেন বাংলাদেশের ৫৬ হাজার বর্গমাইলের বাইরে আমার কোনো ঠিকানা নেই। এই দেশ আমার সব।

তিনি আরো বলেন, আজকে ছাত্রদলের ছেলেদের বিয়ে হচ্ছেনা, যুবদলের ছেলেদের চাকুরী হচ্ছে না। সামাজিক কোনো স্থানে যায়গা নেই। বাংলাদেশের পরিবর্তন অবসমভাবি। অচিরেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন হবে। তাই সকল পরিবর্তনের আগে দলের ঐক্য গড়তে হবে। ঐক্য ছাড়া কোনো বিজয় আসবেনা।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কৃষক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-ত্রান ও পুনর্বাসন বিষয়ক সম্পাদক মো: আখতারুজ্জামান সজল, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ফয়েজ আহমেদ, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু প্রমুখ।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সদস্য সচিব মিজানুর রহমানের সঞ্চালনায় আনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, গাংনী উপজেলা কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক মখলেছুর রহমান মুকুল, যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল গাফ্ফার, গাংনী উপজেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহবায়ক ইউসুব আলী, গাংনী পৌর কৃষকদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। পরে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি-জামায়াতের ৪৭ নেতা-কর্মী কারাগারে

চুয়াডাঙ্গায় নাশকতা মামলায় বিএনপি-জামায়াতের ৪৭ নেতা-কর্মীকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। হাইকোর্ট থেকে নেওয়া আগাম জামিনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে নিম্ন আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে জেলা ও দায়রা জজ মো. জিয়া হায়দার তা নামঞ্জুর

করে তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। এসময় ৩ নেতা-কর্মীর জামিন দেন তিনি।

এদিকে, একে একে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিলে হাজিরা দিতে আসা প্রায় ৫৩ জন নেতা-কর্মী আদালত থেকে পালিয়ে যান।

বিএনপি দলীয় আইনজীবী অ্যাড. শাহাজাহান মুকুল জানান, নাশকতা মামলায় হাইকোর্ট থেকে ৬ সপ্তাহের আগাম জামিনে ছিলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। আগামী রোববার (৩১ মার্চ) আগাম জামিনের মেয়াদ শেষ হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার ১০৭ জন চুয়াডাঙ্গা জেলা জজ আদালতে হাজির হয়ে পুনরায় জামিন আবেদন করেন। এদের মধ্যে ৩ জনকে জামিন ও ৪৭ জনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন জেলা ও দায়রা জজ মো. জিয়া হায়দার। এসময় আদালত থেকে ৫৩ জন নেতা-কর্মী হাজিরা না দিয়ে চলে যান। তিনি বলেন, তারা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্যসচিব শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, বর্তমান ফ্যাসিস্ট সরকার বিচার বিভাগ, পুলিশ-প্রশাসনসহ সবকিছু হাতের মধ্যে নিয়ে নিয়েছে। মানুষের বিচার বিভাগের প্রতি যে আস্থা ছিল, সেটিও হারিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের নেতা- কর্মী প্রকৃত ন্যায়বিচার পাননি। আদালত ফরমায়েশিভাবে নেতা- কর্মীদের কারাগারে পাঠিয়েছেন।

মেহেরপুরে নাশকতা মামলায় বিএনপির ৭ নেতার জামিন

নাশকতার অভিযোগে পুলিশের দায়ের করা মামলায় বিএনপি ও অঙ্রগ সংগঠনের ৭ নেতা জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার (১৯ মার্চ) বিকালে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাসের আদালতে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন দেন।

জামিনপ্রাপ্তরা হলেন, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর

বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহাবুব আলম, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিদ, সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক রায়হান, আমঝুপি ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি হাফিজুর রহমান।

এদিকে বিএনপি সহযোগী সংগঠনের এই ৭ নেতা সন্ধ্যায় কারাগার থেকে বের হলে কারাফটকে ফুলের মালা পরিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন তাদের ফুলের মালা পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এর আগে একই মামলায় সাবেক সাংসদ মাসুদ অরুন জামিনে মুক্তি লাভ করেন।

২০২৩ সালে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে সরকার বিরোধী আন্দোলনের ঘটনায় নাশকতার অভিযোগ এনে সদর থানা পুলিশ পৃথক দুটি মামলা দায়ের করে।

মামলা দুটিতে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহাবুব আলম, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিদ, সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক রায়হান, আমঝুপি ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি হাফিজুর রহমানকে আসামি করা হয়।

মামলায় মাসুদুর রহমানসহ অন্যান্যরা উচ্চ আদালত থেকে আগাম জামিন নিয়েছিলেন।

গত ১০ মার্চ দুপুরে মেহেরপুর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে জামিনের আবেদন করলে বিচারক আবু বক্কর সিদ্দিক তাদের জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন বলেন, সরকার বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে তাদের মিথ্যা মামলায় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা জেলে যান।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতিসহ ৮ নেতাকর্মী কারাগারে

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনসহ ৮ জন নেতাকর্মীকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

আজ রবিবার (১০ মার্চ) দুপুরে উচ্চ আদালতের জামিনের মেয়াদ শেষে জেলা ও দায়রা জজ আদালতে জামিন আবেদন করলে তাঁদের জামিন না মঞ্জুর করে জেলা কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেয় আদালত।

আসামিরা হলেন মেহেনপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহাবুব আলম, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজিদ, সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক রায়হান, আমঝুপি ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি হাফিজ ।

মামলার বিবরনে জানা গেছে, গত ২৯ অক্টোবর ও ০১ লা নভেম্বর সরকার পতন ও নির্বাচন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করে বিএনপি।মিছিল থেকে নাশকতা সৃষ্টির অভিযোগে মেহেরপুর সদর থানায় দু’টি মামলা দায়ের করে পুলিশ। ওই মামলায় উচ্চ আদালত থেকে ছয় সপ্তাহের আগাম জামিন পেয়েছিলেন আসামিরা। জামিনের মেয়াদ শেষে আজ রোববার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবু বক্কর সিদ্দিকের আদালতে উপস্থিত হয়ে আইনজীবীর মাধ্যমে জামিন আবেদন করেন তাঁরা। আদালত তাঁদের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

আসামিপক্ষের কৌশলীগন ছিলেন এডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, কামরুল ইসলাম সহ সকল জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের আইনজীবী গন। বাদী পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন কোর্ট ইন্সপেক্টর মানুষ ঘোষ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

স্লোগান সম্বলিত লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি বাজারে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্ট, পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির প্রমুখ ।

কোটচাঁদপুরে বিএনপির লিফলেট বিতরণ

ডামি নির্বাচনে ডামি সরকারের আমলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান খুন, ধর্ষণ, গ্যাস ও জ্বালানী সংকটের প্রতিবাদ এবং গণতন্ত্র ও মানবাধিকার, ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার আহবান জানিয়ে ঝিনাইদহের কোটচাদপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে ‘দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও’ স্লোগান সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকেলে পৌর শহরের বিভিন্ন এলাকায় এ লিফলেট বিতরণ করা হয়।

লিফলেট বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, পৌর বিএনপির সাধারন সম্পাদক আবুল কাশেম, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মীর্জা টিপু, উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক শহীদুল ভুইয়া, পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির মিলন, পৌর বিএনপির প্রচার সম্পাদক কাজী মোস্তাক, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুল, সদস্য সচিব মাহফুজ আলম মামুন, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ তুফান, উপজেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম ও সদস্য সচিব আবুল কাশেম বাবু, পৌর কৃষক

দলের আহ্বায়ক কৃষিবিদ ফিরোজ উদ্দিন মানিক ও সদস্য সচিব মিজান সরকার, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কামরুজ্জামান সিদ্দিক, সদস্য সচিব হাফিজুর রহমান, উপজেলা ছাত্র দলের সদস্য সচিব হুমায়ূন কবির হিরা, উপজেলা মৎসজীবি দলের সদস্য সচিব আজিম হোসেন, পৌর ছাত্র দলের সদস্য সচিব ফজলে রাব্বি, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক শরিফুল ইসলাম শান্ত,রিয়ন আহমেদ, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মনির হোসেন টুটুল, রিয়াজ হোসেন বেনজামিন, নাহিদ হোসেন টিপু, দোড়া ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক ও সাবেক ইউপি সদস্য মুহিদুল ইসলাম, যুবদল নেতা ইমরান, সোহান, ফয়সল, উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক জাহিদুল ইসলাম সোহেল, পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাইহাফ আল জাবির, কৃষকদল নেতা কামরুল, সাগর, আলফা প্রমুখ।

এ সময় উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির তিন নেতা আগাম জামিন পেলেন হাইকোর্ট থেকে

মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশের দায়ের করা নাশকতার দুটি মামলায় আগাম জামিন পেলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি ও যুবদলের তিন নেতা। বাংলাদেশ হাইকোর্টের ২৭ নং কোর্টের বিচারক নজরুল ইসলাম ও এমদাদ হোসেন গঠিত দৈত্য বেঞ্চ আজ বুধবার (৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে বিএনপি ও যুবদলের এই তিন নেতাকে ৬ সপ্তাহের জন্য আগাম জামিন দেন।

এরা হলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু ও গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস।

এর আগে মামলার অপর আসামি জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস-চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী

ভূট্টো, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল, সাহারবাটি গ্রামের বিএনপি নেতা আব্দুল সাত্তারসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা মেহেরপুর জজকোর্টে আত্মসমপর্ণ করলে তাদের জামিন দেন।

গত বছরের ১৫ নভেম্বর হাসিনা সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের একদফা দাবিতে ও নির্বাচন কমিশনের অবৈধ তফসিল প্রত্যাখান করে গাংনীতে বিএনপির মশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

এঘটনায় পরে গাংনী থানা পুলিশের পক্ষ থেকে নাশকতার অভিযোগে দুটি মামলা দায়ের করে। মামলার নং যথাক্রমে ৬৯৩৯ ও ৬৯৪১। ৬৯৩৯ নং মামলায় এজাহার নামীয় ৭ জন এবং অজ্ঞাতনামা ২৫/২৬ জনকে আসামি করা হয়। এছাড়া ৬৯৪১ নং মামলায় এজাহারনামীয় ১০ জন এবং অজ্ঞাত নামা ২৫/৩০ জনকে আসামি করা হয়। মামলায় বিএনপি ও তার সহযোগী সংগঠনের বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করে পুলিশ। এছাড়া কয়েকজন মেহেরপুর জেলা জজকোর্টে উপস্থিত হয়ে জামিনের আবেদন করলে জামিন দেন বিচারক।

জামিনে মুক্ত গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, ফ্যাসিস্ট অবৈধ সরকারের মিথ্যা গায়েবী মামলায় দীর্ঘদিন পরে মহামান্য হাইকোর্ট থেকে আগাম ৬ সপ্তাহের জামিন দিয়েছে।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংঠনের ১২ নেতাকর্মীকে জামিন নামঞ্জুর

নাশকতার মামলায় ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির ও অঙ্গসংঠনের ১২ নেতাকর্মীকে জামিন মঞ্জুর না করে জেল হাজলে পাঠিয়েছে ঝিনাইদহ সদর আমলী আদালতের বিচারক।

আজ সোমবার দুপুরে ঝিনাইদহ সদর আমলী আদলতের বিচারক ফারুক আজম এ

আদেশ দেন। মামলা নম্বর-৩৩৪/২৩। জেল হাজতে প্রেরনকারীরা হলো- ঝিনইদহ জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি বদরুদ্দোজা বাদশা, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান পপ্পু, জেলা যুবদলের সভাপতি আহসান হাবিব রনক, সহ-সভাপতি মনিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টু, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রুহুল আমিন পিকুল, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল ইসলাম, জেলা ছাত্র দলের সহ-সভাপতি ইমরান হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মুশফিকুর রহমান মানিক, মিলন ও বখতিয়ার মাহমুদ।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস জানান, জেলা বিএনপির ও অঙ্গসংঠনের ১২ নেতাকর্মীর নামে গায়েবী মামলা হয়। সেই মামলায় হাই কোর্ট থেকে জামিনে ছিলেন তারা। নিন্ম আদালতে জামিনের জন্য হাজির হলে ঝিনাইদহ সদর আমলী আদালতের বিচারক ফারুক আজম জামিন মঞ্জুর না করে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ প্রদান করেন।

ঝিনাইদহে নিহত আওয়ামী লীগ কর্মীর বাড়িতে কেন্দ্রীয় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান

ঝিনাইদহে নির্বাচনের একদিন পর দুর্বৃত্তদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহত বরুণ ঘোষের বাড়ি গেলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই রায় চৌধুরীসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

আ্জ শনিবার (৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ঝিনাইদহ শহরের হামদহে নিহত আওয়ামী লীগ কর্মী বরুণ ঘোষের বাড়ি গিয়ে স্বজনদের সাথে সাক্ষাত করেন নেতৃবৃন্দ। সেসময় বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্ট্রর রুহুল কুদ্দুস কাজল, বিএনপির সহ-ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক অমলেন্দু দাস অপু, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. নিপুণ রায় চৌধুরী, যুবদলের সহ-আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট নুরে আলম সিদ্দিকী সোহাগ, জেলা

বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনাসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

নেতৃবৃন্দ নিহত বরুণ ঘোষের স্ত্রী, কণ্যাসহ পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন। সেই সাথে তাদের আইনগতসহ সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে নিতাই রায় চৌধুরী বলেন, আওয়ামী লীগ নির্বাচনী নাটক সাজাতে গিয়ে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন করছে। তারা সময় সময় সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে। এবারের নির্বাচন মানুষ বয়কট করেছে। তারা নির্বাচনকে কাজে লাগিয়ে সারা দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাচন চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়।

উল্লেখ্য, গত ৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় শহরের হামদহ এলাকার আওয়ামী লীগ কর্মী বরুণ ঘোষকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে দুর্বৃত্তরা। পরে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।